

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

২০১৫ | ▶▶▶



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার কার্যক্রমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা অধিকতর বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ ঘরে বসেই এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত ও সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১. ইন্টারএক্টিভ ওয়েবসাইট

১.১ অঙ্গীকার

- জনগণের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

১.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে জনগণকে অবহিত করার একটি অনলাইন মাধ্যম।
- এর মাধ্যমে যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারবে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- জানুয়ারি ২০১২ মাস হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে নতুন আঙ্গিকে একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। এতে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।
- বিভিন্ন বিষয়ে জনমত জরিপের জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে জনগণের মতামত সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সকল মহাসড়ক ও সেতুর সচিত্র তথ্য, মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সচিত্র পরিদর্শন কার্যক্রম, কর্মকর্তাগণের মহাসড়ক মনিটরিং এর সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট সংবাদ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, যানবাহনের ভাড়ার তালিকা, মহাসড়ক নেটওয়ার্কের GIS Map ইত্যাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।
- Road Master Plan, সকল বার্ষিক প্রতিবেদন, Strategic Transport Plan (STP) ইত্যাদির মৌলিক ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটে পোস্ট করা আছে।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের তথ্যাদি এবং ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প, বৈদেশিক সহায়তাপুঞ্জ প্রকল্প, মেগা প্রকল্প ইত্যাদির তথ্যাদি প্রতি মাসে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইড লাইনস ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পোস্ট করা আছে।

১.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও মতামত দিতে পারছেন।



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট

২. অনলাইন মনিটরিং অব রোড নেটওয়ার্ক

২.১ অঙ্গীকার

- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- এটি সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ও সেতুর ক্ষতিগ্রহতা এবং তা মেরামতের সচিত্র অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা।
- এর মাধ্যমে এ বিভাগের আওতাধীন সড়ক/সেতুসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনলাইনে জানা সম্ভব হচ্ছে।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের নিবিড় তদারকির জন্য ২৪টি মনিটরিং টিম কাজ করছে। প্রত্যেক টিমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী রয়েছেন।
- মনিটরিং টিমসমূহ স্ব স্ব আওতাধীন এলাকার মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে ছবিসহ প্রতিবেদন দাখিল করছেন।
- টিমের সকল প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) এ প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়কে অবহিত করেন।

- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও নির্ধারিত User Name ও Password দিয়ে লগইন করে তার আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়ক ও সেতুর ছবিসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন। এ বিষয়ে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার তথ্যাদিও ছবিসহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারেন।
- কেন্দ্রীয়ভাবে উভয় কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

২.৪ অর্জন

- অনলাইনে মনিটরিং প্রকৃতপক্ষেই সম্ভব হচ্ছে।
- অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থায় সময় ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।

৩. অনলাইন ছিভেলেন্স রিড্রেস সিস্টেম

৩.১ অঙ্গীকার

- জনসাধারণের অভিমতের মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডকে সমৃদ্ধ করা।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সম্পর্কিত যেকোন মতামত/অভিযোগ জানানোর জন্য একটি অনলাইন মাধ্যম।
- এর মাধ্যমে অল্পসময়ে যেকোন মতামত/অভিযোগের জবাব জনগণকে জানানো সম্ভব হচ্ছে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- এ বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ প্রদান করতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় প্রকৃত তথ্য মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই প্রতি উত্তরে জানিয়ে দেয়া হয়।
- মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রকৃত অবস্থা বা গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়।

৩.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে।

৪. ডিজিটাল লাইব্রেরি

৪.১ অঙ্গীকার

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসের অনলাইন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যেমন:- আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিভিন্ন প্রকাশনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনসমূহ, সাধারণ নীতিমালা ইত্যাদি প্রাপ্তির অনলাইন ব্যবস্থা।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত ৯টি ব্লকে বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষিত আছে:

- (১) এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, অধ্যাদেশ, প্রবিধানমালা, গাইড লাইনস, নীতিমালা ইত্যাদি
- (২) এ বিভাগের সকল প্রকাশনা
- (৩) মেগা প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি
- (৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনার সচিত্র তথ্যাদি
- (৫) মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট সকল ম্যাপ
- (৬) ফটোগ্যালারি
- (৭) প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালাসমূহ
- (৮) প্রয়োজনীয় ওয়েব লিংকসমূহ এবং
- (৯) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমূহ।

৪.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের সফটকপি ও হার্ডকপি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়েবসাইটের ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন।



ডিজিটাল লাইব্রেরী

৫. অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

৫.১ অঙ্গীকার

- যথাযথভাবে ভূমির মালিকানার রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তি সুরক্ষা করা।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সমূহের ভূমির তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণের অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ভূমিসমূহের বর্তমান অবস্থা অনলাইনে জানা যাবে।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিশেষ করে, সওজ অধিদপ্তরের মূল্যবান ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে কক্সবাজার ও কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির তথ্যাদি ভূমির নকশা গেজেটসহ অনলাইনে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।
- বিআরটিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সহসাই ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু হবে।

৫.৪ অর্জন

- এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করে সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাগণ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি সুরক্ষা করতে শুরু করেছেন এবং ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এতে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধারের পথ সুগম হবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ									
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর									
সেবার বিবরণ		সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		সেবার বিবরণ		সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		সেবার বিবরণ	
ক্র. নং	সেবার নাম	ক্র. নং	সেবার নাম	ক্র. নং	সেবার নাম	ক্র. নং	সেবার নাম	ক্র. নং	সেবার নাম
১.	১৫/১০/১৫	১৬/১০/১৬	১৭/১০/১৭	১৮/১০/১৮	১৯/১০/১৯	২০/১০/২০	২১/১০/২১	২২/১০/২২	২৩/১০/২৩
২.	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৫	২৬/১০/২৬	২৭/১০/২৭	২৮/১০/২৮	২৯/১০/২৯	৩০/১০/৩০	৩১/১০/৩১	৩২/১০/৩২
৩.	৩৩/১০/৩৩	৩৪/১০/৩৪	৩৫/১০/৩৫	৩৬/১০/৩৬	৩৭/১০/৩৭	৩৮/১০/৩৮	৩৯/১০/৩৯	৪০/১০/৪০	৪১/১০/৪১
৪.	৪২/১০/৪২	৪৩/১০/৪৩	৪৪/১০/৪৪	৪৫/১০/৪৫	৪৬/১০/৪৬	৪৭/১০/৪৭	৪৮/১০/৪৮	৪৯/১০/৪৯	৫০/১০/৫০
৫.	৫১/১০/৫১	৫২/১০/৫২	৫৩/১০/৫৩	৫৪/১০/৫৪	৫৫/১০/৫৫	৫৬/১০/৫৬	৫৭/১০/৫৭	৫৮/১০/৫৮	৫৯/১০/৫৯
৬.	৬০/১০/৬০	৬১/১০/৬১	৬২/১০/৬২	৬৩/১০/৬৩	৬৪/১০/৬৪	৬৫/১০/৬৫	৬৬/১০/৬৬	৬৭/১০/৬৭	৬৮/১০/৬৮
৭.	৬৯/১০/৬৯	৭০/১০/৭০	৭১/১০/৭১	৭২/১০/৭২	৭৩/১০/৭৩	৭৪/১০/৭৪	৭৫/১০/৭৫	৭৬/১০/৭৬	৭৭/১০/৭৭
৮.	৭৮/১০/৭৮	৭৯/১০/৭৯	৮০/১০/৮০	৮১/১০/৮১	৮২/১০/৮২	৮৩/১০/৮৩	৮৪/১০/৮৪	৮৫/১০/৮৫	৮৬/১০/৮৬
৯.	৮৭/১০/৮৭	৮৮/১০/৮৮	৮৯/১০/৮৯	৯০/১০/৯০	৯১/১০/৯১	৯২/১০/৯২	৯৩/১০/৯৩	৯৪/১০/৯৪	৯৫/১০/৯৫
১০.	৯৬/১০/৯৬	৯৭/১০/৯৭	৯৮/১০/৯৮	৯৯/১০/৯৯	১০০/১০/১০০	১০১/১০/১০১	১০২/১০/১০২	১০৩/১০/১০৩	১০৪/১০/১০৪

ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৬. অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

৬.১ অঙ্গীকার

- মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ।

৬.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সমূহের মামলাসমূহ মনিটরিং করার অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৬.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- এতে মামলার যে কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন।

৬.৪ অর্জন

- মামলায় জড়িত সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে।

মামলার নম্বর ও তারিখ	অপরাধের নাম	মামলা পরিচালনার নাম ও ঠিকানা	অবস্থা	সিপিএল আইকন
মামলা নং : 324/2008 তারিখ : 2014-09-27	ডিকার্টার বিলি সহকারী জজ আলোচ্য, তিস্তাবন্দ।	মোঃ এমদে	পঠিত	
মামলা নং : 54/2010 তারিখ : 2014-10-30	হাসানীর বেগমের আবেদন, উসদাউল	মোঃ হাবিব (বৈদ্য, পিআ-মুত আঃ হাবিব খান, সঃ-মুহুরুল, উসদাউল)	পঠিত	
মামলা নং : 266/2012 তারিখ : 2014-08-04	উসদাউল শাহের মর্দারী উসদাউল আলোচ্য।	আবদুল হক (বৈদ্য, পিআ-মুত মুহুরুল হাবিব সরকার, মনুপুর, উসদাউল)	পঠিত	
মামলা নং : 266/2012 তারিখ : 2014-08-24	উসদাউল শাহের মর্দারী উসদাউল আলোচ্য।	আবদুল হক (বৈদ্য, পিআ-মুত মুহুরুল হাবিব সঃ-মুহুরুল, উসদাউল)	পঠিত	
মামলা নং : 26/2006 তারিখ : 2014-07-15	পট্টোনি সহকারী জজ আলোচ্য।	মোঃ রেজা (বৈদ্য সঃ, হাবিউল, উসদাউল)	পঠিত	
মামলা নং : 1084/2014 তারিখ : 2014-07-21	উসদাউল শাহের মর্দারী উসদাউল আলোচ্য।	বিদ্যাই প্রতীপশী (মঃসঃ) সড়ক বিভাগ, উসদাউল।	পঠিত	
মামলা নং : 1773/2013 তারিখ : 2014-08-10	উসদাউল শাহের মর্দারী উসদাউল আলোচ্য।	মোঃ মনুপুর হক, পিআ-মুত মুহুরুল হাবিব (বৈদ্য সঃ, সঃ- মুহুরুল, হাবিউল, উসদাউল)	পঠিত	
মামলা নং : 80/13 তারিখ : 2014-08-28	কলিগারী সহকারী জজ আলোচ্য।	মোঃ মুহুরুল হাবিব সঃ, পিআ-মুত মুহুরুল হাবিব সঃ- মুহুরুল, কলিগারী, উসদাউল।	পঠিত	

মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৭. অনলাইন যানবাহন ব্যবস্থাপনা

৭.১ অঙ্গীকার

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের ব্যবস্থাপনা উন্নত করে আয় বৃদ্ধি করা।

৭.২ বৈশিষ্ট্য

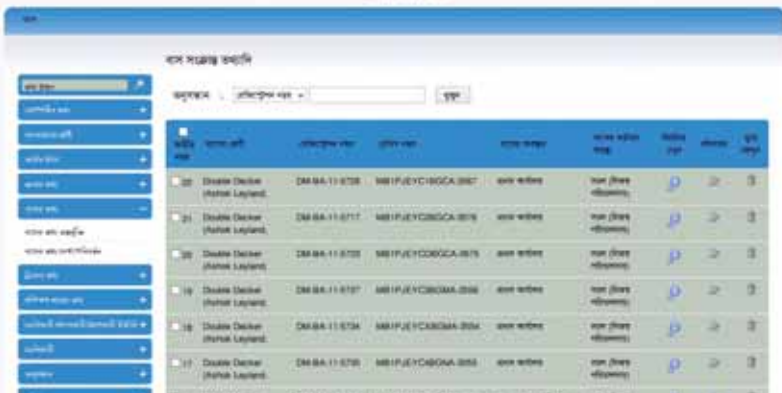
- বিআরটিসি'র যানবাহনের তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করার অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে যে কোন যানবাহনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনলাইনে জানা যাবে।

৭.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের প্রত্যেকটি যানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ১৪৮৩টি বাসের উপাত্ত এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বাস ও ট্রাকের এন্ট্রি প্রদান কার্যক্রম চলছে।
- এ সফটওয়্যারে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থা হালনাগাদ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- এ সফটওয়্যারে বাস ও ট্রাকের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

৭.৪ অর্জন

- তাৎক্ষণিকভাবে বিআরটিসি'র যে কোন বাস ও ট্রাকের অবস্থা ও অবস্থান জানা যাবে।
- বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।



The screenshot displays the 'Bus Management System' interface. At the top, there is a logo on the left and the text 'বিআরটিসি' and 'BANGLADESH ROAD TRANSPORT CORPORATION' in the center. Below this, the title 'যানবাহন ব্যবস্থাপনা' and subtitle 'এখানে কার্যসূচী' are visible. The main content area shows a table with the following columns: 'সি.এস.এস. আইডি', 'যানবাহন নাম', 'লসেন্স প্লেট নম্বর', 'ইঞ্জিন নম্বর', 'বর্তমান স্থানাঙ্ক', 'বর্তমান স্থানাঙ্ক', 'স্থানাঙ্ক', 'অবস্থা', and 'কর্মসূচী'.

সি.এস.এস. আইডি	যানবাহন নাম	লসেন্স প্লেট নম্বর	ইঞ্জিন নম্বর	বর্তমান স্থানাঙ্ক	বর্তমান স্থানাঙ্ক	স্থানাঙ্ক	অবস্থা	কর্মসূচী
100	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8708	MSI FJUEYCBGCA-0807	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
101	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8717	MSI FJUEYCBGCA-0819	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
102	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8705	MSI FJUEYCBGCA-0815	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
103	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8707	MSI FJUEYCBGCA-0806	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
104	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8704	MSI FJUEYCBGCA-0804	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
105	Double Decker (Hatch Layout)	DM BA-11-8703	MSI FJUEYCBGCA-0803	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			
106	Double Decker	DM BA-11-8702	MSI FJUEYCBGCA-0802	অন্য স্থানে	নয় (গোপনীয়)			

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৮. গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

৮.১ অঙ্গীকার

- সরকারের সফলতা অনলাইনে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

৮.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, সকল অফিস, পরিদর্শন বাংলা, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর সকল অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর সকল বাস ও ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে চিহ্নিত করার কার্যক্রম।
- গুগল ম্যাপে চিহ্নিত করার ফলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার যেকোন স্থাপনার অবস্থান অনলাইনে জানা সম্ভব হবে।

৮.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থে চিহ্নিত করে ছবিসহ প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ৬২টি সেতু ও ফ্লাইওভারের অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।
- নিয়মিত নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ ব্রাউজ করে এ সকল স্থাপনার উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রমের ছবি সারা বিশ্ব দেখতে পারছে।

৮.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অবস্থান ও ছবি বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে।



গুগল আর্থে থানচি সেতু (বান্দরবান)

৯. ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি

৯.১ অঙ্গীকার

- সব ধরনের গণপরিবহন সেবার তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি।

৯.২ বৈশিষ্ট্য

- একটি ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াত করার জন্য রুট, ভাড়ার তালিকা, সময়সূচী, গন্তব্য স্থানের দূরত্ব, টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয় ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে ঘরে বসেই একটি পোর্টালের মাধ্যমে যেকোন পথে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

৯.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় 'ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
- ইতোমধ্যে খসড়া ওয়েব পোর্টাল (www.etransport.gov.bd) প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবহন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পোর্টালটির Trial and Error Checking কার্যক্রম চলছে। ওয়ার্কশপে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পোর্টালটি চূড়ান্ত করে শীঘ্রই চালু করা হবে।
- এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াতকারী যানবাহনের রুট, ভাড়ার তালিকা, সময়সূচী, গন্তব্যস্থানের দূরত্ব, টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয় ইত্যাদি সেবা পাওয়া যাবে।

৯.৪ অর্জন

- একই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সকল ধরনের গণপরিবহনের তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে পাওয়া যাবে।

১০. ই-ফাইলিং

১০.১ অঙ্গীকার

- পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন।

১০.২ বৈশিষ্ট্য

- প্রথাগত কাগজের নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির অনলাইন ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

১০.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রথম বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সফলভাবে শুরু করেছে।

১০.৪ অর্জন

- সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুততর করা যাবে।

১১. ইনোভেশন সার্কেল

১১.১ অঙ্গীকার

- নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মান ও গতির উন্নয়ন সাধন করা।

১১.২ বৈশিষ্ট্য

- এ বিভাগে ১ জন চীফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম রয়েছে।
- বিভাগের আওতাধীন অফিসসমূহেও অনুরূপ ইনোভেশন টিম রয়েছে।
- টিমসমূহ সভার মাধ্যমে ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ উদ্ভাবন করে এবং সংশ্লিষ্টদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।
- উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ বাছাই, সিলেকশন প্রক্রিয়াকরণ এবং বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম কাজ করে থাকে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং করে থাকে।

১১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় এ বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- ইনোভেশন টিমসমূহ বেশ কয়েকটি ইনোভেশন আইডিয়া উদ্ভাবন করেছে।
- উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ নিয়মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে।
- গত ৪ মে ২০১৪ তারিখে এ বিভাগে একটি সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার আয়োজন করা হয়।
- এ বিভাগের সচিব, চীফ ইনোভেশন অফিসার এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন সার্কেলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

১১.৪ অর্জন

- এ বিভাগের ইনোভেটিভ আইডিয়া মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গিয়েছে।
- মোটরগাড়ির ট্যাক্স ও ফি ক্যালকুলেটর প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ইনোভেটিভ আইডিয়াটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভা কক্ষে সোশ্যাল মিডিয়া আড্ডা



খুলনা বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল সভায় এ বিভাগের সচিব জনাব এম,এ,এন ছিদ্দিক



সিলেট বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল সভায় এ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট) জনাব সফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট

১.১ অঙ্গীকার

- আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নাম্বারপ্লেট ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- নাম্বারপ্লেট তৈরীতে আন্তর্জাতিক মানের আইএসও ৭৫৯১ মানের এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে।
- নাম্বারপ্লেটে রেজিস্ট্রেশন নম্বর এমবোজডকৃত ও সিকিউরিটি হলোগ্রামযুক্ত ফলে সহজে নকল করা যায় না।
- একমুখী স্ক্রু দ্বারা সংযোজন করার ফলে এক গাড়ির নাম্বারপ্লেট অন্য গাড়িতে ব্যবহার করা যায় না।
- রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ বৈশিষ্ট্যের কারণে নাম্বারপ্লেট দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান।
- সকল গাড়িতে একই মানের নাম্বারপ্লেট এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রচলিত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটের সকল অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহন সেট্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত হওয়ার পরপরই সংযোজনের সুনির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে গাড়ীর মালিককে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭,৯৮,৬৪৩ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,৭৫,৪৫৬ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

১.৪ অর্জন

- এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে।
- একই নাম্বারপ্লেট একাধিক গাড়িতে ব্যবহার ও ভূয়া নাম্বারপ্লেট ব্যবহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।
- গাড়ী চুরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, উদ্ধার প্রক্রিয়া এবং অপরাধে জড়িত গাড়ী সনাক্তকরণ সহজে হয়েছে।



রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট

২. মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ

২.১ অঙ্গীকার

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহন ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়ন।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- আরএফআইডি ট্যাগ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উইন্ডশিল্ড স্টিকার যা গাড়ির উইন্ডশিল্ডে ভিতরের দিক থেকে সেলফ এডহেসিভ দ্বারা লাগানো হয়।
- এই ট্যাগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, চেচিস নাম্বার ও গাড়ির ধরণ সংক্রান্ত কোড থাকে, ফলে এই ট্যাগযুক্ত কোন মোটরযান কোন আরএফআইডি স্টেশন অতিক্রমকালে স্টেশনে অবস্থিত এন্টেনা উক্ত কোড/সিগনাল স্টেশনে অবস্থিত অপর একটি ডিভাইস আরএফআইডি রিডারে প্রেরণ করে এবং রিডার তা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রেরণ করে। নিয়ন্ত্রণকক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট গাড়ির অবস্থানসহ যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান হয়। এছাড়া হ্যাণ্ডহেল্ড আরএফআইডি রিডার এর সাহায্যেও আরএফআইডি ট্যাগযুক্ত কোন গাড়ির তথ্য নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে (১১মি:) যাচাই করা যাবে।
- এক গাড়িতে সংযোজিত ট্যাগ অন্য গাড়িতে ব্যবহার করা যায় না।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ সংযোজনের মাধ্যমে গাড়ির অবস্থান ও গতিবিধি মনিটরিং করা যাচ্ছে।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭,৯৮,৬৪৩ টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং

৪,৭৫,৪৫৬ টি মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

২.৪ অর্জন

- কন্ট্রোল স্টেশন থেকে আরএফআইডি ট্যাগ যুক্ত গাড়ির অবস্থান জানা যাচ্ছে।
- মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে।
- মোটরযানের শ্রেণীভিত্তিক টোল আদায় করা যাবে।
- গাড়ি চুরি প্রতিরোধ সহজ হচ্ছে।
- স্বয়ংক্রিয় এক্সেল লোড কন্ট্রোল পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়ক হবে।



RFID ট্যাগ

৩. মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩.১ অঙ্গীকার

- মালিকানা সহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড যার উভয় পার্শ্বে গাড়ি ও মালিকানা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গাড়ির মালিকের ছবি প্রিন্টেড থাকে।
- চিপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযান ও মোটরযানের মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও মালিকের বায়োমেট্রিক্স সংরক্ষিত থাকে।
- Overt (খালি চোখে দৃশ্যমান) ও Covert (বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমান) উভয় ধরনের একাধিক নিরাপত্তা ফিচার বিদ্যমান।
- Overt ফিচার হিসেবে সার্টিফিকেটের মাঝখানে বাংলাদেশের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ম্যাপ রয়েছে এবং শহীদ মিনার ও জাতীয় সংসদের হলোগ্রাফিক ছবি ফ্লিপার ইমেজ হিসেবে দৃশ্যমান।
- Covert ফিচার হিসেবে গাড়ির মালিকের গোষ্ঠ ইমেজ, বিআরটিএ'র লোগো ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ছবি রয়েছে যা UV (ultra violet) রশ্মির সাহায্যে দৃশ্যমান হয়।
- দ্বিমাত্রিক বারকোডে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে মুদ্রিত সকল তথ্য এবং ১-ডি বারকোডে কার্ডের ক্রমিক নম্বর এনক্রিপ্টেড থাকে যা বারকোড রিডার দ্বারা দৃশ্যমান হয়।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর অসুবিধাসমূহ দূর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে।
- জুন ২০১৪ মাস হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১,১১,১৯৭ টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে যার মধ্যে ১৩,১০৫ টি বিতরণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণের নিমিত্ত গ্রাহককে স্বয়ংক্রিয় এসএমএস এর মাধ্যমে অবগত করা হচ্ছে এবং গ্রাহক এসএমএস এর মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণপূর্বক বায়োমেট্রিক্স প্রদান ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে।

৩.৪ অর্জন

- এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।



ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৪. স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৪.১ অঙ্গীকার

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন চালক দ্বারা মোটরযান চালানো বন্ধ করে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড যার উভয় পাশে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গ্রাহকের ছবি প্রিন্টেড থাকে।
- চিপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চালকের বায়োমেট্রিক্সসহ লাইসেন্সে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে।
- Overt (খালি চোখে দৃশ্যমান) ও Covert (বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমান) উভয় ধরনের একাধিক নিরাপত্তা ফিচার বিদ্যমান।
- Overt ফিচার হিসেবে একটি ত্রিকোণাকার চিহ্ন (লাল হতে সবুজ রঙে পরিবর্তনযোগ্য) বিদ্যমান। এছাড়া সার্টিফিকেটের মাঝখানে বাংলাদেশের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ম্যাপ রয়েছে এবং শহীদ মিনার ও জাতীয় সংসদের হলোগ্রাফিক ছবি ফ্লিপার ইমেজ হিসেবে দৃশ্যমান।

- Covert ফিচার হিসেবে গ্রাহকের ঘোস্ট ইমেজ, বিআরটিএর লোগো ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ছবি ইত্যাদি রয়েছে যা UV (ultra violet) রশ্মির সাহায্যে দৃশ্যমান হয়।
- ড্রাইভিং লাইসেন্সে সকল তথ্য ২-ডি বারকোডে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার ১-ডি বারকোডে এনক্রিপ্টেড থাকে যা বারকোড রিডার দ্বারা দৃশ্যমান হয়।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে লাইসেন্সধারীর বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি বায়োমেট্রিক্স (চার আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) সংরক্ষিত থাকে।
- স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭,৯৯,৩৬৮ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- পেশাদার ও অপেশাদার মোটরযান চালককে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪.৪ অর্জন

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন ড্রাইভিং এর প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।



স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৫. অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়

৫.১ অঙ্গীকার

- মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- অন-লাইন ব্যাংকের নির্ধারিত যে কোন শাখা বা বুথে মোটরযান কর/ফি জমা প্রদানের সুবিধা।
- ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে কর/ফি প্রদানের সুবিধা।
- প্রদত্ত কর ও ফি এর সঠিকতা অন লাইনে যাচাই করার সুবিধা।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ের বিড়ম্বনা ও দুর্নীতি রোধে ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বর্তমানে ডিটি ব্যাংক (ব্রাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট ও এনআরবি ব্যাংক) এর ১৪৫টি শাখা/বুথের মাধ্যমে সারা দেশে অনলাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩,৫১২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজ করার নিমিত্ত গত ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ থেকে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।
- পরিশোধিত ট্যাক্স ও ফি ওয়েবসাইটে (www.brta.cnsbd.com) যাচাই করা যায়।

৫.৪ অর্জন

- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জনগণের বিড়ম্বনা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।
- রাজস্ব আদায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বিআরটিএ'র কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি একত্রে নিরাপদে সংরক্ষণ।

৬.২ বৈশিষ্ট্য

- বিআরটিএ'র প্রদেয় সকল ডিজিটাল সেবার ডাটা নিরাপদে সংরক্ষণ।
- ডিজিটাল সেবা গ্রহণের জন্য অন-লাইনে আবেদন করার সুবিধা।
- বিআরটিএ'র অফিস হতে ডিজিটাল সেবা গ্রহণের জন্য গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ।

৬.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৬.৪ অর্জন

- কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হলে এ ডাটাসেন্টার ব্যবহার করে সহজে সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদান সহজ ও নিরাপদ হবে।

৭. ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

৭.১ অঙ্গীকার

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান।

৭.২ বৈশিষ্ট্য

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির এ্যাক্সালারেশন টেস্ট।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির ব্রেক টেস্ট।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির এ্যালাইনমেন্ট টেস্ট।
- গ্যাস এ্যানালাইজারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গাড়ির একজস্ট গ্যাস কনটেন্ট এ্যানালাইজ করা।

৭.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- KOICA এর সহযোগিতায় ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক টিপিপি গত ১২ জুন ২০১৩ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। মার্চ ২০১৫ মাসের মধ্যে উক্ত ভিআইসি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭.৪ অর্জন

- ভিআইসিগুলো প্রতিস্থাপনের পর মোটরযান ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১. ই-টিকেটিং সিস্টেম

১.১ অঙ্গীকার

- দুর্নীতি ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং টিকেট বিক্রয়ের রেকর্ড সংরক্ষণে ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- ইতোপূর্বে প্রচলিত ছাপানো টিকেটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও সরকারের রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ থেকে যেত। তাছাড়া বিক্রিত টিকেটের প্রকৃত সংখ্যা, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি কোনকিছুরই কোন গ্রহণযোগ্য রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ ছিল না। ই-টিকেটিং পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক মেশিন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার টিকেট প্রিন্ট করে যাত্রীকে প্রদান করা হয় এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গত জুলাই ২০০৯ মাস থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের ৩টি রুটে ১৬ টি বাসে ১৮টি টিকেট কাউন্টারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়।
- সিস্টেমের সফলতা ও উপকারিতা উপলব্ধি করে কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৩টি রুটের ৯৮টি বাসে ৫৮টি টিকেট কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় রুটের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.৪ অর্জন

- অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. স্মার্ট পাস (S-PASS) কার্ড

২.১ অঙ্গীকার

- যাত্রীসাধারণের বারংবার টিকেট সংগ্রহের বামেলো নিরসন।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- Smart PASS (S-PASS) এক ধরনের ফেয়ার কার্ড, যা যাত্রী পরিবহনের ভাড়া ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। এ কার্ডধারী একজন যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় পৃথকভাবে টিকেট সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। যাত্রী সাধারণ যে কোন জায়গা থেকে যে কোন গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারেন। প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এসপাস (S-PASS) কার্ডটি সংগ্রহ করতে হয়, যাতে প্রাথমিক ব্যালেন্স থাকে। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে ২টি রুটের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৭টি S-PASS Ticket Shop থেকে কার্ডটি রিচার্জ করে নেয়া যায়। এই কার্ড ব্যবহার করে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একজন যাত্রীকে বাসে ওঠার সময় বাসে রক্ষিত ICT Reader deviceএ কার্ড স্পর্শ করে বাসে উঠতে হয়। নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণের পর বাস থেকে নামার সময় পুনরায় কার্ডটি ICT Reader device এ স্পর্শ করাতে হয়। এতে ভ্রমণের ভাড়া যাত্রীর কার্ডে রিচার্জকৃত অর্থ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখা হয়।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- এপ্রিল ২০১২ মাস থেকে ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-মতিঝিল এবং আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে ১১৬টি সিটি বাসে ICT reader device সহ Smart PASS (S-PASS) ফেয়ার কার্ড চালু করা হয়।
- ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার শুরু করার পর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩০,৩০৩ জন যাত্রী এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ড ক্রয় করে বিআরটিসি'র বাসে যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন।

২.৪ অর্জন

- কার্ডধারী যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় টিকেট সংগ্রহ করতে হয় না।



S-PASS ফেয়ার কার্ড

৩. ডিজিটাল বিআরটিসি বাস

৩.১ অঙ্গীকার

- ভ্রমণকালীন সময়ে বাসে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- যাত্রী সাধারণ এই বাসে বসে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। Smart Phone এর মাধ্যমে এই সুবিধা উপভোগ করা যাবে। প্রথমে Smart Phone এর Play Store অপশনে প্রবেশ করে Q.R. Code Reader ডাউনলোড করতে হবে। Q.R. Code Reader ডাউনলোড হয়ে গেলে Q.R. Code Reader টি Install করতে হবে।

বাসের সাথে সংযুক্ত Q.R. Code টি স্ক্যান করতে হবে। Q.R. Code টি স্ক্যান করা হলে ok এবং cancel দুটি অপশন আসবে। “OK ” বাটন চাপলেই ফোনটি বাসের ওয়াই-ফাই এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং ইন্টারনেট এর সকল সুবিধা পাওয়া যাবে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ডিজিটাল বাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং বালুঘাট-মতিঝিল রুটে বিআরটিসির ১৫টি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে Wi-Fi Internet সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রতিটি বাসে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ সার্ভিস আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৪ অর্জন

- যাত্রী সাধারণ যাতায়াত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারছেন।



WiFi-Internet সুবিধা সম্বলিত ডিজিটাল বাস

৪. ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম

৪.১ অঙ্গীকার

- লাইভ ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণকে কাজ্জিত বাসের অবস্থান জানানো।

8.2 বৈশিষ্ট্য

- ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত বাসসমূহ কখন কোথায় অবস্থান করছে তা জানা যাবে সহজেই। বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ অফিসে স্থাপিত ড্যাশবোর্ড অথবা স্মার্ট ফোন/ল্যাপটপে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ওয়েব এড্রেসে প্রবেশ করে বাসের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন। একইভাবে একজন যাত্রীও ইন্টারনেটে সংযুক্ত ফোন/ল্যাপটপ ব্যবহার করে বাসের অবস্থান জানতে পারবেন।

8.3 গৃহীত কার্যক্রম

- ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং বালুঘাট-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র ১৫টি ডিজিটাল বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে। এতে বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ডিপো থেকে বাসের গতিবিধি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। যাত্রী সাধারণ ঘরে বসেই অনলাইনে নির্দিষ্ট স্টপেজে গাড়ীটি কখন পৌঁছবে সেই ধারণা পেতে পারেন।
- পর্যায়ক্রমে সব বাসেই এ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

8.8 অর্জন

- একজন যাত্রী ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই বিআরটিসি বাসের অবস্থান জানতে পারছেন।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১. ই-ক্রিয়ারিং হাউস

১.১ অঙ্গীকার

- একই কার্ডে সকল ধরণের গণপরিবহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- একই ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করে গণপরিবহনে যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং সময়ের অপচয় কম হবে।
- ব্যবহার অনুযায়ী আয় বিভিন্ন গণপরিবহন পরিচালনাকারীদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার ভিতর অনলাইনে বিতরণ হওয়াতে দুর্নীতির সুযোগ কমে যাবে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।
- ভবিষ্যতে এ কার্ড বহুমাত্রিক আর্থিক লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে। ফলে জনসাধারণের আর্থিক লেনদেন সহজতর হবে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সকল ধরণের গণপরিবহনে একই ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিটিসিএতে মে, ২০১৪ মাস হতে ঢাকা মহানগর এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-কার্ড চালু ও Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে একই ই-কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন গণপরিবহনে যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- ব্যবহার অনুযায়ী আয় বিভিন্ন গণপরিবহন পরিচালনাকারীদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার ভিতর অনলাইনে বিতরণ হয়ে যাবে।
- ভবিষ্যতে এ কার্ড বহুমাত্রিক আর্থিক লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে।
- এ ই-কার্ডের নাম ঢাকা পাস করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪ অর্জন

- যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

১.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার। এ তথ্যভান্ডারে ১২ ধরনের মডিউল বা ডাটাবেজ আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ডাটাবেইজ সমূহ ব্যবহৃত হয়-

(ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS)

(খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ

(গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ

(ঘ) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMMS)

(ঙ) ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMMS)

(চ) প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম

(ছ) ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

(জ) টেন্ডার ডাটাবেইজ

(ঝ) সিডিউল অব রেস

(ঞ) কন্ট্রোল ডাটাবেইজ

(ট) ট্রেনিং ডাটাবেইজ

(ঠ) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS)

মডিউলগুলোর মধ্যে প্রধান মডিউল হলো Central Management System (CMS)। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে উন্নয়ন খাতের আর্থিক কর্মকান্ড মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এ সফটওয়্যারের এমন একটি সেফটিনেট রয়েছে যার মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত পেমেন্ট প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ (Organisational Database)

সওজ এর অফিস সমূহের তথ্য অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে। সওজ এর জোন, সার্কেল, বিভাগীয় ও উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের ঠিকানা, ফোন নং, ই-মেইল ও অন্যান্য তথ্য অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ (Personal Database)

সওজ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য পারসোনাল ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, পোস্টিং, বদলি, পদোন্নতি, যোগাযোগ এর তথ্য,

ট্রেনিং ও চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পারসোনাল ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে।

ঘ) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Road Maintenance Management System-RMMS)

সওজ এর সমস্ত সড়কের তথ্য রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। সড়কের ট্রাফিক, রাফনেস, রোড কন্ডিশন এর তথ্য RMMS ডাটাবেইজে সংরক্ষিত আছে। RMMS ডাটাবেইজ এর সাহায্যে HDM-4 এর মাধ্যমে সওজ এর রাস্তার উন্নয়ন ও বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

ঙ) ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Bridge Maintenance Management System-BMMS)

ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ ব্রিজ ও কালভার্ট এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। BMMS এ ব্রিজ ও কালভার্ট এর অবস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, নির্মাণের বৎসর এর পাশাপাশি বর্তমান অবস্থার তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্রিজ ও কালভার্ট এর মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

চ) প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (Project Monitoring System-PrMS)

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADP) পাশাপাশি সরকারী বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (PrMS) এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। সওজ এর প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক করাদ্দ করা হয় এবং প্রকল্প অফিস থেকে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম এ সংরক্ষণ করা হয়।

ছ) ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Financial Management System-FMS)

এই ডাটাবেজে সমস্ত বরাদ্দসমূহ এবং প্রত্যেক অফিসের মাসিক আয়-ব্যয় এর হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ডাটাবেজ ব্যবহার করে মাসিক ক্যাশবুক এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

জ) টেন্ডার ডাটাবেইজ (Tender Database)

সওজ এর অফিসসমূহে টেন্ডার ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের দরপত্র সওজ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে থাকে। কন্ট্রাকটরগণ অনলাইন এ প্রবেশ করে দরপত্র সমূহ দেখতে পারেন এবং দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ঝ) সিডিউল অব রেটস (Schedule of Rates)

এ ডাটাবেজে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত আইটেম সমূহের রেট এনালাইসিস থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ অনুমোদিত রেটে কন্ট্রাক্ট এস্টিমেট করে থাকেন।

ঞ) কন্ট্রাক্টর ডাটাবেইজ (Contractor Database)

এ ডাটাবেজে ঠিকাদারগণের বিভিন্ন তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, শ্রেণী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়।

ট) ট্রেনিং ডাটাবেইজ (Training Database)

ট্রেনিং ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সওজ এর ট্রেনিং সেন্টার কর্মকর্তা/কমচারীদের ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। ট্রেনিং সিডিউল, ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের নাম, ট্রেনারদের

নাম, ট্রেনিং এর বিষয় ইত্যাদি ট্রেনিং ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করে থাকেন এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে অবহিত করা হয়।

ঠ) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ (Document Database)

বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাগজপত্র, ইউজার ম্যানুয়াল, সওজ সম্পর্কিত আইন, নিয়ম ও প্রবিধান ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে। সওজ এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তা জানতে পারেন।

- File Transfer Protocol (FTP) সার্ভারের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সংযুক্ত। FTP সার্ভার ব্যবহার করে বৃহৎ আকারের ফাইল দ্রুত আন্তঃঅফিস আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪ অর্জন

- অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP)

২.১ অঙ্গীকার

- সরকারী ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (<http://www.eprocure.gov.bd>) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক তৈরী, গৃহীত ও পরিচালিত। ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী (পিই)-সমূহের ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।
- এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। ই-জিপি সিস্টেম সিপিটিইউতে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ই-জিপি ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে পারেন।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- ২ জুন ২০১১ তারিখ হতে ১৩ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ই-জিপির মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৪৪৮ টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করেছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ই-জিপির আওতায় ১,৬৭৪টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

২.৪ অর্জন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয়কার্য প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

৩.১ অঙ্গীকার

- অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা ও দুর্ঘটনা হ্রাস।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- Axle Load Control Station দিয়ে কোন গাড়ী অতিক্রম করার সময় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পণ্যসহ গাড়ীর ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। গাড়ীর চালক ডিজিটাল ডিসপ্লেতে এবং Axle Load Control মেশিন পরিচালনাকারী মেশিনে তা দেখতে পায়। একই সাথে মেশিন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারিখ, সময় ও ওজন সম্বলিত একটি বিবরণী বের হয়ে আসে। “মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা” ২০১২ অনুযায়ী ওভার লোডেড মোটরযানসমূহকে ফেরত পাঠানো হয়। তবে অতিরিক্ত মালামাল নামিয়ে দিয়ে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে এনে পুনরায় একই পদ্ধতিতে যানটি গন্তব্যে যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, Axle Load Control Station অতিক্রমকারী যানবাহনের ভিডিও চিত্রও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মাসের জন্য স্টেশনের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ গত ১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।
- মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ০৫টি স্থানে স্থায়ী এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন এবং ১১টি স্থানে পোর্টেবল ওয়ে স্কেল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ করার জন্য ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.৪ অর্জন

- অতিরিক্ত ভারবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ফলে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা হ্রাস পাচ্ছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে।

৪. হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (HDM)

৪.১ অঙ্গীকার

- মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- HDM-4 হাইওয়ে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি ব্যবহার করে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগের প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক টেকসইতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

- বিশ্বব্যাপক বিশ্বব্যাপী এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- ২০০৪ সালে সওজ অধিদপ্তরাধীন ১৫০০০ কিঃ মিঃ মহাসড়ক ও সড়কের সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এবং পরবর্তি বছর সমূহে বিভিন্ন পর্যায়ে সার্ভে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডাটাবেজের উন্নয়ন করা হয়। আবার ২০১৩ সাল হতে HDM Circle কনসালটেশিং সার্ভিসের মাধ্যমে মহাসড়ক ও সড়কের সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেখানে Pavement Inventory, Road Condition Assessment and Test Pit Survey অন্তর্ভুক্ত। Road Maintenance and Management System (RMMS) এর ডাটার উপর ভিত্তি করে HDM-4 উপাত্ত গ্রহণ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয়, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জেলা সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা করে থাকে মহাসড়ক ও সড়কের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তহবিল বিতরণের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসর হতে HDM-4 সফটওয়্যার ব্যবহার করে আসছে। তারপর থেকে ৫ বৎসরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিবেচনা করে প্রতি বছর Roads Maintenance & Rehabilitation Needs Report (RMNR) প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনটি সওজ অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও প্রকৌশলীদের কার্যকর পদ্ধতিতে মহাসড়ক ও সড়ক উন্নয়ন সুপারিশ করে থাকে।

৪.৪ অর্জন

- মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল টোল প্লাজা

৫.১ অঙ্গীকার

- টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- ডিজিটাল টোল প্লাজায় যানবাহন যখন Toll Plaza অতিক্রম করে তখন সিসিটিভি টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের ছবি ধারণ করে এবং ৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করে। একইসাথে টোল প্লাজার অপারেটর পূর্বে বিন্যাসকৃত যানবাহনের শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাটনে চাপ দেয়। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল পরিশোধের ডিমান্ড রিসিপ্ট (Receipt) যানচালক পেয়ে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে যানচালক টোল পরিশোধ করলে সবুজ বাতি জ্বলে উঠে এবং টোল বার উপরে উঠে যায়। তখন যানবাহন Digital Toll Plaza অতিক্রম করতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। বাটন টিপে কোন ধরণের কারসাজি করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তীতে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত ডাটাবেজ এবং সিসিটিভিতে ধারণকৃত ভিডিও পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বড় সেতুগুলোর টোল আদায় পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

- বর্তমানে ১১টি সেতু এবং ৩টি টোল মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.৩ অর্জন

- টোল আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।



মেঘনা গোমতী সেতু টোল প্লাজা

৬. জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপিং

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ।

৬.২ বৈশিষ্ট

- জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) একটি কম্পিউটার সিস্টেম যার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রদর্শন করা যায়। জিআইএস ম্যাপে ভূপৃষ্ঠের অবস্থানগত তথ্য মানচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা যায়।

